PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-2, Nov 2021

দেশবিভাগ ও পঃ বঙ্গের উৎপত্তি একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ডঃ সুলজ বালা [1*]

[1*] সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রঘুনাথপুর কলেজ, পুরুলিয়া,
email: sulajbala006@gmail.com

সারাংশ :- ভারত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষনে পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প:বঙ্গের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, হিন্দুমহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা, নেহেরু, প্যাটেল ও ব্রি: দের ভূমিকা, মুসলিমলীগ ও বাংলার মুসলিম শাসকদের সাম্প্রদায়িক ও বিভেদমূলক শাসন নীতি, প্রধান কারণরূপে পরিগণিত হয়।পাশাপাশি বাংলাভাগের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের প্রছন্ন মদত, বিড়লা, টাটা, ডালমিয়া গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক স্বার্থনীতিও যথেষ্ট দায়ী ছিল। এছাড়াও ১৯৩২খ্রি: পুনাপ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলায় দলিত জাগরণ ছিল বাংলাভাগের অন্যতম কারণ।

সূচকশব্দ:- দেশবিভাগ, উৎপত্তি, হিন্দুমহাসভা, দলিত জাগরণ, মুসলিমলীগ, জাতীয় কংগ্রেস।

জয়া চ্যাটার্জী তার 'Bengal Divided' গ্রন্থে বাংলাভাগের দাবির পেছনে 'ভদ্রলোক' বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক মানুষিকতাকে মূল কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। তবে তিনি শুধুমাত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নয়, মুসলিম শাসনভীতির বিশেষত সোহরাওয়ার্দী আমলের অত্যাচারকে দায়ী করেছেন[i]। এছাড়াও জয়া চ্যাটার্জী বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী বাংলা ভাগের জন্য কেন ব্যাতিব্যাস্ত হলেন তা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :- 'The Communal award, however, allotted Hindus fewer seats in the new provincial legislative Assembly than ever their numbers warranted and reduced them to a vocal minority in the house . The award paid put to any hope that the bhadralok may still had to real political power when Bengal won provincial subordination to the Muslims . The poonapact that followed close on the heels of the Award further reduced high caste Hindus to a small minority in a house which they had always expected to dominate'.

''As Muslim rule'' came to be regarded as the great and immediate threat to Hindu society, the bhadralok reappraised their past and gave the British the role of Liberators who freed Hindu Bengal from Muslim tyranny. Loyalism again became a respectable badge for the Bengali babu. Indeed the inglorious history of bhadralok collaboration with the British rule was now proudly recalled in order

to strengthen the case for special considerations from a Raj, which threatened to abandon them to the very tyranny from whom they had been rescued[ii].

১৯৪৬খ্রিঃ দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ এর প্রথম দিকের মাস গুলোতে মুসলিম ভীতি হিন্দুদের প্রদেশ বিভাজনের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযান চালাতে উদবুদ্ধ করে।ছেচল্লিশ সাল শেষ হবার আগেই 'বেঙ্গল পার্টিসনলীগ' গঠিত হয়, যার বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবী জানানো[iii]। তবে বাংলাভাগের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার অভিযান শুরু হয় ১৯৪৭ এর মার্চে, যখন অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদেশ বিভাজনের পক্ষে জনমত সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এপ্রিল মাসে এই সমীক্ষার ফলাফল করে পত্রিকা জানায় যে, মোট ৯৮.৬% ভোটদাতা বঙ্গবিভাগের পক্ষে, অন্যদিকে নগন্য সংখ্যক ০.৬% ভোটদাতা যুক্তবঙ্গের পক্ষে ভোট প্রদান করে[iv]।

এই ফলাফলে উজ্জীবিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নতুন বাংলাপ্রদেশ গঠনে তেঁড়েফুঁড়ে নেমে পড়েন। তাঁর পিছনে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের যথেষ্ট সমর্থন ছিল। পূর্বেই তিনি ২৫ই মার্চ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রমুখ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, ভদ্রলোক বাঙালীরা অত্যাচারী মুসলিম শাসনে এবং তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাবে একত্রে বসবাস করতে পারেনা[v]। অতপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নেতৃত্ব হিন্দু মহাসভা বাংলার বিভিন্নস্থানে সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা, ও বিবৃতির মাধ্যমে বাংলা বিভাগের দাবী জানাতে থাকে। ৪ঠা এপ্রিল তারকেশ্বর এন.সি. চ্যাটার্জী পৌরোহিত্য বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন বাংলা বিভাগের পক্ষে জোর দাবি তোলা হয়, উক্ত সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "I Can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divided the province and let the two major communities residing here live in peace and harmony"[vi].

এছাড়া ১৯৪৭ খ্রি: ২২ শে এপ্রিল নতুন দিল্লিতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্যামাপ্রসাদ বলেন: ''Today opion is practically unanimous amongst Hindus including scheduled castes and other minorities in Bengal that both for end of communal strife and for self development of the two major communities, Bengal must be devided into two province. Comprising the predominantly Hindu and Muslim areas respectively.''

''Apart from all Communal Consideration, Bengal with more than sixty million of other population may well be divided for administrative reason in two homogeneous and self-content provincial units. The separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some from of a weak and loose centre as envisaged in the cabinet mission scheme is accepted by the Muslim league, we shall demand the creation of new province composed of the Hindu Majority areas in Bengal''[vii].

পশ্চিমবঙ্গের উৎপত্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসেরও যথেষ্ট অবদান ছিল। মাউন্ট ব্যাটন বড়লাট হয়ে আসার আগেই, অ্যাটলির ২০শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণার কাছাকাছি সময়ে জাতীয় কংগ্রেস পাঞ্জাবের হানাহানির প্রেক্ষাপটে দেশভাগ নিয়ে আলোচনা করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সর্দার প্যাটেল বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় মন্তব্য করেন যে, মুসলিম লীগ যদি রাজি থাকে তাহলে পাঞ্জাব, উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে দেশ গঠন করতে পারে[viii]। অতপর ৫ই মার্চ দিল্লীতে ওয়াকিং কমিটির সভায় ২০শে ফেব্রুয়ারী অ্যাটলির ঘোষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে যেহেতু গণপরিষদ একটি 'Voluntary Body' তাই গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চল সমূহে প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে কোন প্রদেশ বা তার কোন অংশ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাকে তা করা থেকে বিরত রাখা যাবে না[ix]। পাশাপাশি ৯ই মার্চ ওয়াভেলকে লেখা নেহেরুর চিঠিতেও বাংলা ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয় বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু জেলার মানুষেরা আলাদা প্রদেশ গঠন করে ভারতরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক অতএব তাদের সেই আবেদনের মর্যাদা রাখা উচিত[x]।

কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি ৪ঠা এপ্রিল বাংলা ভাগের দাবী সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি এইরূপ ছিল – "The Committee demands that if H.M.G contemplate handing over its power to the existing Government of Bengal which is determineded to the formation of Bengal into a separate sovereign state and which by its composition is a communal panty Govt. such portion of Bengal as are desirous of remaining within the union of India should be allowed to remain so and be formed into a separate province within the union of India[xi]". এরপর ১১ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত ১১জন প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের নিকট একটি দাবিপত্র (Memorandum) পেশ করে পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের দাবি জানান[xii]।

বঙ্গভঙ্গকে প্রধান ইস্যু করে ১৯৪৬-৪৭ পর্বে বাংলার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা সম্মিলিত ভাবে নানাবিধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। কিভাবে জাতীয় কংগ্রেসের এই অধঃপতন ঘটে তাঁর ব্যাখ্যা কেমব্রিজের এর গবেষিকা জয়া চ্যাটার্জীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। "The role of the Bengal Congress in the partion movement will not come as a surprise if it is recalled that, after a series of bruising battles with the leftwing and the Bose brothers, the party had been reconstructed in the forties and that the party policy shifted in these years toward on unequivocal defence of Hindu interests[xiii]." ১৯৪৭ খ্রি: এপ্রিলে যখন হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে এবং পাঞ্জাবে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে একদিনের হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গ কংগ্রেস নেতৃবর্গের দ্বারস্থ হয় যুগ্মকর্ম পরিকল্পনা নির্ঘন্ট তৈরী করতে[xiv]। পাশাপাশি আরও জানা যায় যে হরতালের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (BPCC) উপর ছেড়ে দেওয়া হয়[xv]। এরই পাশাপাশি ১৯৪৭ খ্রি: মে মাসে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় একটি

জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার[xvi]। পাশাপাশি হিন্দু মহাসভার সাথে যুগ্ম অভিযান ও সভা করা ছাড়াও কংগ্রেস জেলায় জেলায় একক উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন করে। জয়া চ্যাটার্জীর মতে বঙ্গবিভাগের দাবীকে সমর্থন জানাতে সমগ্র রাজ্যে যে ৭৬টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগেই ৫৯টি জনসভা, হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে ১২টি এবং ৫টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার যৌথ উদ্যোগে[xvii]।

পাশাপাশি হিন্দু মহাসভা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড ,জমিদার সমিতি, ব্যাবসায়ী সমিতি, স্থানীয় ক্লাব এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিন্দু বাংলা প্রদেশ গঠনের দাবি জানিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের দপ্তরে শয়ে শয়ে চিঠি প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে শুধু শহরে ভদ্রলোক হিন্দুরাই নয়, গ্রাম গঞ্জের নিরক্ষর ব্যাক্তিরা পর্যন্ত টিপসই বিয়ে হিন্দু বাংলা গঠনের আন্দোলনে সামিল হয়[xviii]। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠি জানিয়েছেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতারা নন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী যদুনাথ সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, মেঘনাথ সাহা , শিশির কুমার মিত্র, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা ৭ই মে ভারত সচিবের কাছে তার এক বার্তায় সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পৃথক এক প্রদেশ গঠনের দাবি জানায়[xix]।

শরৎবাবু বরাবরই ভারত তথা বাংলা ভাগের বিরোধী ছিলেন। শরৎবাবু মনোভাব জানতে পেরে সর্দার বল্লভ ভাই শরৎ বসুকে বাংলা ভাগের ব্যাপারে সমর্থন জানাবার অনুরোধ করেন। এর উত্তরে শরৎবাবু প্যাটেলকে চিঠি লিখে জানান কংগ্রেস বাংলা ভাগকে সমর্থন করে এটা দুর্ভাগ্য জনক। হিন্দু মহাসভা জাতীয় কংগ্রেসের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে[xx]।এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ খ্রিঃ ১২ই মে প্যাটেল ও নেহেরুকে দুটি চিঠি লেখেন। প্যাটেলকে তিনি লেখেন: ঘটনার চাপে যদি মি: জিন্না অখন্ড ভারতের প্রস্তাব মেনে নেন তাহলেও বাংলা ভাগের পরিকল্পনা যেন পরিত্যক্ত না হয় অনুগ্রহ করে দেখবেন। পাকিস্তান হোক বা না হোক আমরা বর্তমান বাংলার সীমানার মধ্যে দুটি প্রদেশ গঠিত হোক এই দাবী করি[xxi]।

১৪ই মে নেহেরু শ্যামাপ্রসাদের চিঠির উত্তরে লেখেন ‘‘ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিছিন্ন সার্বভৌম বাংলার ধারণা ব্যক্তিগতভাবে আমি মোটেই পছন্দ করিনা। ৩১শে মে দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে, উক্ত সভায় আপনি উপস্থিত থাকলে ভালো হয়[xxii]।

পাশাপাশি ১৭ই মে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদের চিঠির উত্তরে লেখেন কার্যকারি ও সুষ্ঠভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন। বাংলা যতক্ষন দৃঢ় থাকবে এবং তারা আমাদের যে সাহায্য দিতে পারবে, ততক্ষন তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ থাকবে[xxiii]।

পশ্চিমবাংলা উৎপত্তির সঙ্গে গান্ধী তথা জাতীয় কংগ্রেস জড়িত ছিল। কারণ বাংলাভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল মাড়োয়ারি ও গুজরাটি ব্যবসায়িকদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ। কেননা গান্ধী, প্যাটেল তথা জাতীয়কংগ্রেসের অর্থের যোগানদার ছিল এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মানুষেরা[xxiv]। পাশাপাশি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সাথে বিড়লা, টাটা, ডালমিয়াদের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। দেশ ভাগ হয়ে গেলে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সম্বাবণা ছিল। এতে টাটা,বিড়লাদের প্রভূত ব্যবসায়িক ক্ষতি হত।

তাই তারা দেশভাগের সাথে সাথে বাংলার হিন্দু প্রধান জেলাগুলিকে নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠনের প্রচ্ছন্ন মদত জুগিয়েছেন প্যাটেল, নেহেরু,শ্যামাপ্রসাদদের[xxv]। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বাঙালী নেতাদের অন্ধকারে রেখে দিল্লীর সর্বোচ্চ নেতারা বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করলেন।

বাংলা ভাগের পশ্চাতে জয়া চ্যাটার্জী Bengal Divided গ্রন্থে 'ভদ্রলোক' বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক মানুষিকতা, মুসলিমভীতির উল্লেখ করলেও বাংলার তপসিলীদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের যে অপরিমেয় ঘৃন্না ও বিদ্বেষ ছিল তা উল্লেখ করতে অপারগ ছিলেন। ১৯৩২খ্রিঃ বিলেতে গোল টেবিল বৈঠকে দীর্ঘ বাগ যুদ্ধের পর ড: আম্বেদকর অস্পৃশ্য হিন্দুদের জন্য যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) এবং পরবর্তীতে গান্ধীজির অনশনের প্রেক্ষিতে পুণাচুক্তির মাধ্যমে যে সংরক্ষণ আদায় করেছিলেন তা বর্ণহিন্দুরা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি[xxvi]। পুনাচুক্তির মাধ্যমেই বাংলার রাজনীতিতে ১৯৩৭-৪৭ খ্রি: পর্বে তপশিলি জাগরণ ঘটে।তপশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও মুকুন্দবিহারী মল্লিকের নেতৃত্বে বাংলায় যে দলিত-মুসলিম, ঐক্য গড়ে ওঠে তার ফলে বাংলা কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু নেতারা ও হিন্দুমহাসভার সদস্যরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে দলিত মুসলিম ঐক্য যদি স্থায়ী হয় তাহলে বাংলার শাসন ক্ষমতা বর্ণহিন্দুদের কাছে চিরদিনই অধরা থেকে যাবে। এইবোধ উপলব্ধি করেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ড: বিধান চন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়,হেমন্ত কুমার বসু ,জ্যোতিবসু , রতন লাল ব্রাহ্মণ, নলিনী রঞ্জন সরকার, সুদেশ চন্দ্র মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ, যদুনাথ সরকার,রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা বাংলাভাগের দাবীতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান[xxvii]।

স্বাধীনতার এই উত্তালপর্বে ১৯৪৭খ্রি: ২রা জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও শিখ নেতৃত্বের মধ্যে একজনকে নিয়ে ভারতবিভাগ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক বৈঠক বসেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন:

*জাতীয় কংগ্রেস :---- পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালিনী।
*মুসলীম লীগ :---- মহম্মদ আলী জিন্না, মি: লিয়াকত আলী খান, মি: আব্দুর রব নিস্তার।
*শিখ নেতা :---- সর্দার বলদেব সিংহ।

এই বৈঠকে সর্বভারতীয় তফসিলী নেতাদের আলোচনার জন্য ডাকা হয়নি। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বাংলার আইনসভা কর্তৃক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেহিন্দু মুসলিম সম্মিলিত সদস্যের মতামত অনুযায়ী বাংলাভাগের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান সদস্য বৃন্দ এবং হিন্দু গরিষ্ঠ জেলাগুলি অনুরূপভাবে ভোটদানের মাধ্যমে বাংলাভাগের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত জানাবে। কোন একটি সভায় বাংলাভাগের পক্ষে যদি অধিক ভোট পরে তাহলে বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকরী হবে[xxviii]।

এই সূত্র অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রি: ২০শে জুন বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে (আইনসভায়) প্রথমে হিন্দুপ্রধান জেলা ভোটদান করে। এই জেলাগুলি হল বর্ধমান , বীরভূম , বাঁকুড়া , মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, ২৪পরগনা , খুলনা, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং। এই জেলাগুলির মোট সদস্য ছিল ৮০জন (এম. এল. সি.)। এর মধ্যে হিন্দু সদস্য ছিল ৫৪ জন, মুসলিম সদস্য ২১ জন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ জন, ভারতীয় খ্রি: সদস্য ১ জন, মোট ৮০ জন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মেহতাব। এই সভায় সম্মিলিত নির্বাচনের ফলাফল হল :

বাংলাভাগের পক্ষে ভোটদান করেন -- ৫৮ জন
বাংলাভাগের বিপক্ষে ভোটদান করেন -- ২১ জন
ভোটদানে বিরত থাকেন -- ১ জন

অপরদিকে মুসলিম প্রধান জেলাগুলি হল চট্টগ্রাম,নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা , ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর , মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বগুড়া,দিনাজপুর, মালদা, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর।

এই জেলাগুলির মোট সদস্য ছিল ১৪৫ জন (এম. এল. সি.)। এর মধ্যে মুসলমান সদস্য ১০৩ জন, হিন্দু সদস্য ৪১ জন, ভারতীয় খ্রি: সদস্য ১ জন, মোট ১৪৫ জন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মি: নুরুল আমিন। এই সভায় সম্মিলিত নির্বাচনের ফলাফল হল:

বাংলাভাগের পক্ষে ভোটদান করেন ৩৪ জন
বাংলাভাগের বিপক্ষে ভোটদান করেন ১০৬ জন
ভোটদান থেকে বিরত থাকেন ৫ জন

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাভাগের প্রথম সভায় বেশি ভোট পাড়ায় বাংলাভাগ কার্যকরী হয়ে যায়[xxix]।

অতপর ১৯৪৭খ্রি ৪ঠা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ব্রি: পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে (House of Commous) ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পেশ করেন। এই বিল সম্পর্কে ভি. পি. মেনন জানিয়েছেন, প্রচলিত সংসদীয় নিয়ম ভেঙে অবশ্য ব্রি: সরকারের অনুমোদন করে- লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন খসড়া বিলটি গান্ধীজি ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেখিয়ে তাতে সম্মতি আদায় করে নেন[xxx]। ১৫ই জুলাই বিলটি কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ব্রিঃ কমন্স সভায় এবং ১৬ই জুলাই লর্ডস সভায় অনুমোদন লাভ করে। ১৮ই জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের সম্মতি লাভকরে এটি আইনে পরিণত হয়[xxxi]।এরপর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৩ই আগষ্টের মধ্যে বাংলা ভাগ সম্পূর্ণ করেন। তার নেতৃত্বেই বাংলাভাগের জন্য গঠিত সীমানা বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশন গঠিত হয়।

বাংলার জন্য গঠিত সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান ছাড়াও বাকি সদস্যদের দুজন হিন্দু ও দুজন মুসলিম ছিলেন[xxxii]। কমিশনটি নিম্নরূপ:

বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশন

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ --- চেয়ারম্যান।
বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস -- মেম্বার
বিচারপতি বি. কে. মুখার্জী ---মেম্বার
বিচারপতি এ. এস. মাহমুদ আক্রম----মেম্বার
বিচারপতি এস. এ. রহমান ----- মেম্বার ।

যে সকল জেলাগুলি প্রবলভাবে মুসলিম প্রধান ছিল যেমন চট্টগ্রাম , নোয়াখালী, ঢাকা, কুমিল্লা, পাবনা, বগুড়া, সেগুলি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। অপর দিকে যে জেলাগুলি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল যেমন হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া,এগুলি নিয়ে কোন মতবিরোধ হয়নি। এই জেলাগুলি বাদে কলকাতা, সিলেটের একাংশে ও অন্যান্য জেলাগুলি নিয়ে তীব্র মতভেদ তৈরী হয়[xxxiii] ।মুসলিমলীগের প্রতিনিধিরা কিছুতেই কলকাতা শহরের উপর দাবি ছেড়ে দিতে চায়নি, তারা হুগলি নদীকে প্রস্তাবিত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা করার দাবি জানায়[xxxiv]। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং গঙ্গা ও পদ্মার দক্ষিন তীরবর্তী মুর্শিবাদ, নদীয়া, যশোর, ২৪পরগনা, ও খুলনা জেলা দাবি করে। সেই সঙ্গে হিন্দু প্রধান গোপালগঞ্জ মহকুমা ও পার্শবর্তী বরিশাল জেলার কিছু অংশ দাবি করে। এছাড়াও কংগ্রেস প্রায় পুরোপুরি উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় দাবি করে[xxxv] ।সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে কংগ্রেস প্রায় বাংলা ভূখণ্ডের ৫৯% এবং মোট জনসংখ্যার ৪৬% দাবি করে[xxxvi]। বাংলার সীমানা নিয়ে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে এত পরস্পর বিরোধী তথ্য উপস্থাপিত হয় যে, কমিশনের সদস্যদের মধ্যে তীব্র-বাক বিতন্ডা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত স্যার র‍্যাডক্লিফ এককভাবে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অমলেশ ত্রিপাঠির ভাষায় "এ যেন কুশলী শল্যবিদদের অস্ত্রোপচার নয়, নির্বিকার কসাইয়ের কাজ[xxxvii]"।

অতপর দেশ স্বাধীনতার পর ১৮ আগস্ট বাংলাবিভাগের সীমানা প্রকাশ করা হয়। বাংলা সীমানা কমিশনের রায়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগকে পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়। রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলাকে পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে সমগ্র বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলকাতা , ২৪পরগনা, মুর্শিদাবাদ, এবং রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নদীয়া, যশোর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলাকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়[xxxviii]। এই বঙ্গ বিভাগের ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হওয়া স্বত্তেও ভারতের মানচিত্রে নতুন প্রদেশ হিসাবে পশ্চিবঙ্গের গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৯৪৭খ্রি: প:বঙ্গের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে দায়ী ছিল তৎকালীন সময়ে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লিপ্সা এবং বড়লাট মাউন্ট ব্যাটনের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলে । এছাড়াও বঙ্গবিভাগের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু উচ্চবর্ণের সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থান্বেষী মানুষিকতা, পুনাচুক্তি ও দলিত জাগরণ, মুসলিমলীগের বিভেদমূলক শাসননীতি, গান্ধী তথা জাতীয় কংগ্রেসের নীরবতা প্রভৃতির ফলে ১৯৪৭খ্রি: ১৮ই আগস্ট প:বঙ্গের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

তথ্যসুত্র

[i] Jaya Chatterjee, Bengal Divided: Hindu Communism and Partition, 1932 – 1947, Cambridge Up, 1994, Page-247.

[ii] Ibid, PP– 15,16 .

[iii] সদানন্দ বিশ্বাস, 'মহাপ্রান যোগেন্দ্রানাথ – বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' দীপালি বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৯৯ ।

[iv] Jaya Chatterjee, op. Cit., PP – 241 .

[v] S.K Biswas, Partition of India, Orion Books, New Delhi, 1997, Page 17.

[vi] The Amrita Bazar Patrika, 5th April 1947 .

[vii] S.K Biswas, op. Cit., PP – 16-17

[viii] অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীও কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)। আনন্দ পাবলিসারস, কোলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৬০ ।

[ix] V.P Menon, The transfer Power in India, Orient longman, Bombay, 1957, Page – 346 .

[x] জিতেন্দ্রনাথ বাগচী, সোজাকথা পত্রিকা, (সম্পাদনা-২, হরষিত সরকার), দেশভাগ প্রসঙ্গ, ২০২০, পৃষ্ঠা – ১৫২ ।

[xi] বদরুউদ্দিন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, চিরায়ত প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা -৩৪ ।

[xii] The Times of India, 12th April, 1947 .

[xiii] Jaya Chatterjee, op. Cit., PP – 150-200 .

[xiv] সদানন্দ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১০২ ।

[xv] The Statesman Patrika, 14th April 1947 .

[xvi] S.K Biswas, op. Cit. , PP- 17 ।

[xvii] Joya Chatterjee, Op. Cit. , PP- 251-252 .

[xviii] অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৪৬৮ ।

[xix] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৪৬৮ ।

[xx] Saratchandra Bose, I Warned my Countrymen, Netaji Research Bureau, Kolkata, 1968, Page- 44-46.

[xxi] Durgadas(ed) Sardar Patel's Correspondence, 1945-1950 , Vol-IV, Page- 40.

[xxii] S.Gopal (e.d.) Selected Works of Jawaharlal Nehru, Second Series Vol-i, 1948, Page- 147-148.

[xxiii] Durgadas (ed) Op. Cit. , PP- 4 .

[xxiv] নিকুঞ্জবিহারী হাওলাদার, বাংলাভাগ হল কেন, প্রিনটপ সেট, গাইঘাটা (উঃ ২৪ পরগনা), ২০০৯, পৃষ্ঠা – ৫৫।

[xxv] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৬ ।

[xxvi] সদানন্দ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১০৪ ।

[xxvii] পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা – ১০৪ ।

[xxviii] নকুল মল্লিক, দেশ বিভাগের ইতিবৃত্ত , সোজাকথা পত্রিকা, (সম্পাদনা- হরষিত সরকার), ২০২০, পৃষ্ঠা- ৭৬ ।

[xxix] পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা –৭৭-৭৮ ।

[xxx] V.P Menon, Op. Cit. , PP- 390-91 .

[xxxi] Ibid, PP– 393-394 .

[xxxii] Ibid, PP– 401 .

[xxxiii] Ibid, PP– 402-403 .

[xxxiv] সদানন্দ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৬৩ ।

[xxxv] পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা –১৬৩-১৬৪ ।

[xxxvi] V.P Menon, Op. Cit. , PP- 402 .

[xxxvii] অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৫০৫ ।

[xxxviii] The Statesman Patrika, 19th August 1947 .